এক পাখি

রমাপ্রসাদ দে

শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস
কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ
মণীন্দ্র মিত্র

প্রথম প্রকাশ
অঘ্রান, ১৩৬৪ (১৯৫৭)

পরিবেশনা
সুপ্রীম ডিস্ট্রিবিউটারস
১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণে
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন, কলিকাতা-২৫

তরী পারাপার

সবুজ সমুদ্র চুপ, নীল বালুচর নির্জন,
ঝিরঝিরে হাওয়া পালে, স্থির পাটাতন।
আমি এক নেয়ে
ধানসোনা গ্রাম আর সবুজ জলের পথ বেয়ে
তরী পারাপার,
জীবনে আমার।

আমার পৃথিবী চেন ?
আমার পৃথিবী একা অথৈ জলের 'পরে
একখানি বৃত্ত টেনে যেন খেলা করে
দুপুরের হাঁস।
নীরবে আকাশ
পূবের প্রান্তরে তার ভোরের পাপড়ি খুলে
ফোটায় যখন
সুরভিত একটি কুসুম,
আমার এ পৃথিবীর ভাঙে ঘুম
খেলা করে
অফুরন্ত সবুজ জলের 'পরে।
আমি চিরকাল :
জাল ফেলে এই জলে সোনা তুলি
সকাল-বিকাল।
সেই অবসরে
জানি না কখন তরী এসে লাগে
দিগন্তের নীল বালুচরে।
এবং হঠাৎ
দেখা দেয় একখানা ইশারার মত হাত।
আবার আসি যে ফিরে যেখানে ছিলাম
আমার পৃথিবী সেই ধানসোনা গ্রাম।

আকাশ পৃথিবী জুড়ে যাওয়া আর আসা
তরী পারাপার :
ভালো লাগে জীবনে আমার।

নীল নদী

শরতের নীল নদী : নৌকারা দিশেহারা,
পাল তুলে ভেসে যায়, খোঁজেনা কিনারা।
আমার চোখের সরোবরে
এ চলার প্রতিবিম্ব পড়ে।
মনে হয়,
এই গাঢ় নীল জলে
ভেসে চলে সুরেলা সময়।
তারপরে মিশে যায় দূর মাস্তুলে
দিগন্তের নীল উপকূলে।

এই ভরা নদী
কী অবাক জেগে আছে দিগন্ত অবধি।
পাশে তার
আমার পৃথিবী জাগে সবুজ পাতার।
সারা মাঠ আলো ক'রে সবুজ শিখায়
ফসলেরা আরতি জানায়।
একপাল গাভী দূরে
কচি ঘাস দাঁতে কেটে খায়,
আর এক রাখালিয়া
বসে থাকে সুরের ভেলায়।
এমন দুপুরে
একঝাঁক কবুতর অলস ডানায় আসে উড়ে।
উড়ে যায়
কয়েকটা প্রজাপতি হলুদ ডানায়।

দুপুরের পাখির পাখায়
কে আসে কে যায় ?
কে যে যায় পাল তুলে নীল জলস্রোতে—
আমার হৃদয় চায় তারই তো পূজারী হ'তে।

রাত ভোর

রাত শেষ :
অরণ্যের নীল অন্ধকারে
সূর্য-দিন ডাক দেয় হঠাৎ কখন :
জেগে দেখি কেঁপে ওঠে হরিণীর বন।

রাতের হরিণী সব
ঘাসে ঘাসে রেখে যায় শিশির-সৌরভ।
মুক্তো-হাসির মত আলো-টলমলে
হরিণীর মন কাঁপে শিশিরের জলে !
হলুদ হাতের স্পর্শ পেতে না পেতেই
নেই তারা নেই
লুকিয়েছে অন্ধকার কোনো অরণ্যেই।
জানবে না কেউ
এখানে চাঁদের ভোরে হেসেছিল
শিশিরের ঢেউ।
লুকোচুরি খেলেছিল হরিণেরা
এ বনে—সে বনে
আনমনে।

তাদের সে আনমনে খেলা ক'রে যাওয়া—
এ জীবন পাবে কি ফিরে ? হয়তো হবে না ফিরে পাওয়া।
হরিণ-মুহূর্তগুলি কেঁপে কেঁপে কোথায় উধাও !
ওদের ঠিকানা তুমি কাহারে শুধাও ?
ওরা ওই আলো-চঞ্চল
জোনাকির দল।
চলন্ত ট্রেনের থেকে ছিটকে-পড়া স্ফুলিঙ্গের মতো
অন্ধকারে আলো জ্বালে :
অতীতের কথা ওরা নিয়ে আসে কত।
মনে হয়,
এ জীবন ফিরে পেল ভোরের সময়।

গঙ্গার কূলে

এখানে গঙ্গার কোলে নীল অবকাশ :
ছায়ার আঁচলে শুয়ে কাচের আকাশ।
গঙ্গার পলি-মাটি-তীরে,
সবুজ ঠিকানা পেয়ে
ভাল লাগে পৃথিবীরে।
দেখি যেন সোনায় সবুজে নীলে অবাক প্রকাশ :
সেইখানে খেলা করে দু'টি পাতিহাঁস।

ছায়ার আঁচল দিয়ে
আমার হৃদয় সেথা কে দিল বিছিয়ে ?
দুটি হাঁস খেলা করে
নীলজলে রুপো-রেখা টেনে,
আমার চোখের নীলে কে দিল কে এনে
এমন বিস্ময়,
জল আর আমি যেন এক মনে হয়।

একটি বকের পাখা অলস সময়
নেমে আসে মনে যেন হয়।
গাঙ্ ফড়িংয়েরা উড়ে আসে
নীলাভ স্বপ্ন বোনে
গাছে আর ঘাসে ঘাসে।

মহাকাশ থেকে,
কে তুমি কৃষক আজ নেমে এলে
নীল রোদ মেখে ?
আমার সবুজ দ্বীপে
কী এক অবাক আলো :
ফসলের মত শিষ ওঠে দুলে দুলে ;
বুঝিনা কী খেলা আজ গঙ্গার কূলে !

দু'চোখে অবাক মেখে

লজ্জানত রাত আসে তারায় তারায় :
হিমেলী ঘোমটা প'রে
আলো-জানালায়
একফালি চাঁদ হাসে :
মহাকাল
ছায়ালোকে বয়ে আনে রুপোলি সকাল।
মনে হয় সেই ভোরে
কে আসে আমার দোরে
শিশিরের মত ঘাসে ঘাসে,
নিঃসাড়ে
দু'খানি নরম পায়ে আসে।

দূরে মাঠে আলো চিক্‌চিকে
তার সে পায়ের ছাপ এদিকে ওদিকে।
ঝোপ-ঝাড়-মুনিরা নীরব তবু
ধ্যানগম্ভীর,
কী এক প্রশান্তি ভরা সমস্ত শরীর।
মাটির গোপন হ'তে জীবনের গানে,
ওরা বুঝি অমৃত ব'য়ে ব'য়ে আনে।

আমার হৃদয়
কথা কয়
কথা কয় দূরে বনে শিশিরের রাত ঝরে যেথা,
পাতায় পাতায় ব্যাকুলতা।
সেই বনে—গাছে আর ঘাসে,
দু'চোখে অবাক মেখে চেয়ে দেখি
তাই তো সে আসে।

চরৈবেতি

হে নাবিক পাল তোল,
যাত্রা আজ বহুদূর দ্বীপে।
তোমার প্রদীপে
নক্ষত্রের আলো জ্বলে—অফুরন্ত আলোর প্রকাশ :
তোমার কম্পাস
ঘুরে যায় দূর কোনো পৃথিবীর টানে—
সেই অজানার গানে
চলো চলো হে নাবিক, তোল, পাল তোল
নোঙর ফেলার স্বপ্ন আজ তুমি ভোল।
এখানে কোথায় বন্দর ?
অসীম আকাশ দেখো শুধু এই সমুদ্রের নীল প্রান্তর !

কখনো শোন নি ?
বিশাল এ বিশ্বের দূর পক্ষধ্বনি
কী বিরাট পাখা মেলে শাঁই শাঁই শব্দে উড়ে যায়
পুরনো পৃথিবী রেখে পায়ের তলায়।
অমানিশার নিটোল অন্ধকার
সে পাখার
গতির স্পন্দনে
অকস্মাৎ
আলো হ'য়ে জ্বলে ওঠে—সুরু হয় আলোর প্রপাত
দিকে দিকে—জ্যোৎস্নার ভিতর।
আলোর সমুদ্র তাই কাঁপে থরোথর
ঢেউগুলি ওঠে আর পড়ে :
চলার সঙ্গীত আনে তোমার অন্তরে।

চলো চলো হে নাবিক,
থামবেনা কাল :

নক্ষত্রলোক হ'তে নেমে আসে আরেক সকাল।
এবার নতুন ক'রে পথ চলা সুরু
দিকে দিকে বিদ্যুৎ ঝিকিমিকি—মেঘ গুরু গুরু
তোমার আহ্বান।
পাল তোল হে নাবিক—সমুদ্রে উঠেছে তুফান।

এ অগাধ সমুদ্রের পর
কোথায় ফেলবে নোঙর?
নোঙর ফেলার স্বপ্ন আজ তুমি ভোল
হে নাবিক চলো!

শুভ্র অন্ধকারে

নূতন সূর্য দেখা দিলে পর নূতন চেতনা এসে
হৃদয়ের তটদেশে
কী গান যে গেয়ে যায়
বুঝিনাতো কিছু এমনি উদাস সুর-ঝরা বরিষায় !

আকাশের সোনা গ'লে গ'লে পড়ে সবুজ ধানের শিষে
সবুজে সোনায় একই সুর শোনা যায়
কথা তার তবু না-বোঝার সুরে সুরে
চলে যায় বহুদূরে।
ছল ছল
নেমে আসে লক্ষ ঢেউয়ের দল
কোনোদিন ওরা আর বুঝি থামবেনা—
এই জগতের ক্ষীণ বীণাটিতে সুর আর সাধবেনা।
এই সেই নদী কতদিন সেতো গ্রীষ্মের বালুচরে
হৃদয়ের ব্যথা মরুর তৃষায় জানাতো নীলাম্বরে।
আজ হিয়া তার উছল ধারায় মেতেছে এ কোন্ গানে
কোন্ বাঁশিরিয়া ডেকে গেছে তারে সমুদ্রসন্ধানে।

আকাশপ্রদীপ নিভে গেলে পর আবার বৃষ্টি নামে—
কে যেন কী চিঠি ব'য়ে ব'য়ে আনে দিনের ধূসর খামে।
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর
বাজে কি আমার প্রাণের নূপুর
সে এক অবাক গানে,
চেনা অচেনার তানে।
চেয়ে দেখি দূরে মনের মুকুরে গোধূলির ইতিহাসে—
কার যেন ছবি ভাসে।
বরিষার রূপ ছেয়ে,
সে ছবি কবে তো মুছে গেছে হায় ঠাকুমার কোল বেয়ে।
তবু কেন আজ মনের গহনে রিম্‌ঝিম্ সুরে-তানে,
সুপ্ত আমার জোনাকিরা ফের কী আলো জ্বালিয়ে আনে :
শুভ্র অন্ধকারে
আলোটি তাদের জ্বলে জ্বলে ওঠে, নিভে যায় বারে বারে।

বাঁশী বাজে

যুগ যুগ ধরে ঘর বাঁধা মানুষের
বাঁশীর সুরের টানে—নতুন দিনের।

একখানা ছেঁড়া কাপড় সম্বল
বাস্তুহারার দল
ছুটে আসে
জীবনের কী বিপুল উল্লাসে
বাঁধে ঘর
কালাপানির বুকের উপর।

জীবনের স্তরে স্তরে
ইটগুলি কতবার খসে খসে পড়ে।
তবু দেখি বর্ষার জল ভরা আঙিনায়
শরতের রঙরেখা আলপনা এঁকে যায়।

যুগ যুগ ঘর বাঁধা মানুষের
বাঁশীর সুরের টানে—নতুন দিনের।
তাই দেখি দিকে দিকে এত রঙ লাগে
পাখির পুরনো নীড়ে নতুন স্বপ্ন জাগে।

ঝিল

শিশির-সকাল,
জলের সবুজে আর ফেললো না
উষার তন্দ্রাজাল।
আলো-ঝিলমিল
ঝিলের অথৈ জলে নিয়ে এল
রূপের মিছিল।
আমি একা বসে আছি কূলে
হঠাৎ ঝিলের জল ওঠে দুলে দুলে,
কেঁপে ওঠে ঝির্‌ঝিরে রেশমী হাওয়ার মতো
রূপসীর মুখখানি লজ্জায় আনত।

নীলাকাশ টুক্‌রো টুক্‌রো ভেঙে পড়ে জলে।
জলের অতলে
মাছেরা সাঁতার কাটে : উড়ে যায়
একঝাঁক পাখি যেন অদৃশ্য ডানায়
রাতের স্বপ্নলোকে।
এ বড় অবাক লাগে
চোখের পলকে
আমি যারে দেখে নিই,
তারও কাছে
রূপ আর রহস্যের এত ঢেউ আছে!

এ এক অবাক মেয়ে—
কার প্রতীক্ষায়
অঙ্গে অঙ্গে নীলশাড়ি স্বপ্ন জড়ায়?
জেগে থাকে
রহস্যের দীপ জ্বেলে ইশারার ফাঁকে?

একে আমি জেনেছি তো :
আমার হৃদয় থেকে জল ঢেলে দিলে
এ ঝিল সবুজ হল নীল হল
অপরূপ মিলে।
আমার হৃদয়ে তার খুলে দিলে খিল
সে আজ বেরিয়ে এলো
পৃথিবীর রূপকন্যা—অপরূপ ঝিল।

ঈশানী

হাতের একটু স্নেহ রাখো ওর মাথার উপর
শুধু একটু কোমলতা ওকে দাও যদি,
তখুনি কান্নার স্রোত হবে উতরোল
অবরুদ্ধ খুলে যাবে নদী।

উড়ানি বালুকা বেলা বিচালি বিছানো পথ
ছোট কলসী থেকে জল উছলিয়া ঝরে
ছল ছল কত কথা :
ছোট বুক—বুকের উপরে ঢেউ
ঢেউ ওঠে পড়ে।

একখানি ছোট বুক :
তীরে তীরে রাখালিয়া সারা মাঠ কাঁদে
হিমেলি আঁধার নামে মাটির উপর ;
নদী পিছে রেখে এলে মাঠ
মাঠ পার হয়ে এলে
কলাপাতা-সন্ধ্যা-ছাওয়া ছোট ছোট ঘর।

ঈশানী নিজের বুকে ঢেউ নিয়ে যায়।
কোনদিন দেখি তাকে সন্ধ্যাবেলা করুণ কান্নায়
নদীর পাশেই এক নদী।
আমি তার কাছে যাই, বলি যদি
ঈশানী, এখন সন্ধ্যা—ফিরে যাও ঘরে,
সে শুধু ডাগর চোখ মেলে দেয় জলের উপরে।

জুড়ানের কথা বলে—
বৃষ্টির শব্দের মতো ঘুরে ঘুরে কথাগুলো তার
জড় হয় যেন কবেকার
আকাশে থমকে আছে মেঘের পাহাড়!

জুড়ানের কথা বলে—
চোখের শিশির শব্দে
ঢেউগুলি উড়ে যায় জলের আকাশে
নদীর বিলাপ গান বাতাসে বাতাসে।

স্বপ্নের দেশ

ওর দু'চোখে আকুল
একটি স্বপ্নের দেশ জেগে ওঠে।
কালো চুল
নুয়ে পড়ে টেবিলে ছড়ায় নদী।
কলস্বনে ভাসে বর্ণমালা
বলে দিতে চায়
ভালোবাসা কোন্‌খানে ফুল হয়ে ফোটে
চিঠির পাতায়।

চিঠি পড়ে।
ওর চোখে আর মুখে অপরূপ
আলো আর ছায়া খেলা করে।
ওই আলো নক্ষত্রের থেকে নেমে আসা ?
ওই ছায়া এ মাটির ভাঙচুর ভালোবাসা ?
অথবা এ সবই বড় অলৌকিক
আমি তার বুঝি না কিছুই ;
শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি
স্বপ্নময় সে পৃথিবী কী করে যে ছুঁই !

বৃথা

রোজ লাল হয়ে
ভোরের সূর্য ওঠে—
কত সে নূতন, কত পুরাতন
বলো,—
বনে আর বনে
ফুল ঝরে, ফুল ফোটে
আকাশের হৃদে নীল জল টলমলো

গাছেরা তবুও সবুজ
এবং আকাশের দেহ নীল
চোখ ছল্ ছল্ গাঁয়ের নদীর
তেমনি সজল মন ;
আমরা বৃথাই ইট দিয়ে ঘর বাঁধি
আমাদের ঘর দুদিনেই পুরাতন।

স্বপন-সুমিতা-সংবাদ

স্বপন

গান শিখে নিতে দাঁড়াবো গাছের নিচে
ঝিরি ঝিরি গান ঝরছে সকাল থেকে
ব্যথার বাউল উতলা বাতাস এসে
ঘর থেকে নেবে ডেকে।

সুমিতা

এখনও আমার হয়নিতো চুল বাঁধা
গোছান হয়নি সংসার পরিপাটি।

স্বপন

এলোচুলে দ্যাখো বৃষ্টি ঝরছে মাঠে
জলে মিশে যায় শক্ত-হৃদয় মাটি।

সুমিতা

গান গাও তুমি স্বপন, কণ্ঠ তোমার
উদাস বৃষ্টি ঢালে,
আমি যে ঘরেই বেঁধেছি আকাশ-মাটি
এস না অন্তরালে!

বহুদূরের

আমি এখন অনেক দূরে
বন্ধ যাওয়া আসা,
তোমার বুকে রেখে এলাম
আমার ভালোবাসা।

এখানে এই বিজন বনে
কেউ আসে না আমার মনে
কে বোঝে আর নিমগ্ন নীল
দুঃস্থ চোখের ভাষা ?
তোমার বুকে রেখে এলাম
আমার ভালোবাসা।

তুমি এখন দূরের গাছের
অবাক ফোটা ফুল
বাতাস তোমায় ছড়ায় :
আমার বুকে একটি প্রিয়
রোরুদ্যমান ভুল
আদিগন্ত ভরায়।

বহুদূরের ভালোবাসার
বেদনাসঞ্চিত
পাঠিয়ে দিলাম লিখনটুকু
তোমায় ভুলিনিতো !

কান্দে জলে

মরণে সুখ নাইরে আমার
ওরে পরান পাখি,
তেপান্তরে উড়াল দিয়া
আনো তারে ডাকি।

বিহান বেলা চক্ষে আমার
মেঘ ঘনায়েছিল,
বক্ষে আমার, হায় পোড়া মন,
বিষম দাগা দিল।

মরণে সুখ নাইরে আমার
ওরে পরান পাখি,
মনের মধ্যে কান্দে ব্যথা
আনো তারে ডাকি।

সে কেনে যায় পরের ঘর
গহীন গাঙের পার ?
ছলাৎ ছলাৎ কান্দে জলে
বুকের অন্ধকার।

এক পাখি

কোন্‌খানে গান গায় পাখি ?
যেন দিনরজনীর রানীর খবর নিয়ে দূরে
পাখি গান গায়, যেন তার সুরে
সবুজ বনের এক উতলা বাতাস
শূন্য ধূসর বুকে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
ওরে পাখি, তোরে দিতে পারি না কিছুই
যা-নিয়ে এখুনি তুই উড়ে যাবি বনের আড়ালে
যা-নিয়ে রানীর মুখে ফোটাবি স্নিগ্ধ হাসি
শুভ্র নত যুঁই।
বন্দী আমি বর্তমানে, অতীতের তীর থেকে পাখি,
আজও তুই কী মাধুরী চুরি করে ছড়াস বেদনা ?
তোর সুরে বারবার
চোখে নামে অন্ধকার
সবুজ বনের
মহুয়ামদির গন্ধে আবিষ্ট চেতনা।

পাখি, তুই উড়ে যা না !
মন, তুমি কেঁদোনা, কেঁদোনা !

উন্মোচিত দৃশ্যপট

সেখানেও পাখি ডাকে, নদী বয়ে যায়,
আকাশ রুপোলি বৃষ্টি বাতাসে ছিটায়।

ক্রমশ শব্দের ইট খুলে নাও
ভেঙে দাও ভাষার প্রাচীর,
উন্মোচিত দৃশ্যপট মনে হবে আকাশ নদীর
পরিচিত ছবি :
একই নীলিমায় গান গায় অনন্য-হৃদয়
ভিনদেশী কবি।

মানুষের হৃদয়ের মানচিত্র নেই।
মাটি জল সূর্যালোক যেখানেই আছে, জানি
কবির হৃদয় হবে সবুজ বনানী।

পরদেশী ফুলে আজ ভরেছি মঞ্জুষা।
তবু ছুটে আসে আমার দেশের মধুকর !
আমার পাঞ্জাবী বন্ধু সন্ত অলমস্ত্
এই মর্মে জানালো খবর।

এই মাঠ

দেখছি আকাশ
নীল হয়ে বহুদূরে চলে যেতে চায়
জল জমা এই ছোট মাঠের সীমায়।

এই মাঠ
অনেক শীতের দিনে কপালে জোটেনি যার সবুজ ঘাসের
ছেঁড়া কাঁথা,
অথবা গ্রীষ্মের দিনে পিপাসার জল ;
আজ তার বুকে টলমল
আকাশের দেহ আর মন
আজ তার চোখে দেখি সবুজ স্বপ্নে গড়া আমার জীবন।

ছিল না কথা

এমন ছিল না কথা
তুমি পথ ছেয়ে দেবে ব্যথায় ব্যথায়
তুমি জল তুলে দেবে মমতায়
কান্নার সরোবর থেকে। করুণ কোমল
ভালোবেসে হাতখানি রাখবে হৃদয়ে
দু'চোখে মাখিয়ে দেবে স্নিগ্ধ নদী
মাটির কাজল।

এমন ছিল না কথা
তবু কোন্ অলক্ষ্য ইঙ্গিতে
তুমি এলে ঘর ভরে দিতে।
চারদিকে অগণন ব্যর্থ কলরব
শব নিয়ে মানুষের নিয়ত উৎসব
তবু এলে বুকের ভিতরে তুমি বিজন সুন্দর
নীরবতা এক ঝাঁক পাখি যেন কাকলিমুখর।

তবু যদি

সারা রাত কাঁপে বুক মৃত্যুর মাদলে
ট্রেনের চাকায় বাজে ধাবমান কাল
তবু যদি পাই সুরভিত
একটি সকাল !

পৃথিবীর আলো জ্বেলে দু'চোখে আবার
ভালো করে দেখে যাব
এ আকাশ, এই মাটি, সমুদ্র অপার।
চতুর্দিকে চালচিত্র আকাশের সীমা
তারি মাঝে পৃথিবীপ্রতিমা ;
কিছুক্ষণ আরো আমি
এখানে রাখবো জ্বেলে হৃদয়ের রঙের আরতি।

তারপর নামে যদি যতি
এ পৃথিবী হয়তো বা অন্যতর অর্থ হয়ে যাবে
আকাশেরও রঙ বদলাবে।

দূরদেশী পথ বন্ধুর।
দেহের সীমানা ছেড়ে যেতে হবে দূর—
ট্রেনের চাকায় বাজে ধাবমান কাল :
তবু যদি পাই সুরভিত
একটি সকাল !

এইখানে মৃত্যু হতো যদি

পৃথিবী এখানে যেন চুপি চুপি আসে
সারা দেহ মেলে দেয় সবুজ বাতাসে
শুয়ে শুয়ে গান শোনে নিরিবিলি জলের কিনারে।
আমি এক ধারে
নীরবে দাঁড়াই এসে
ডালে ডালে মর্মরিত সময়ের কাছে
আমার হৃদয় রাখি :
অন্ধকারে কাঁদে বসে বন্দী যেই পাখি
ঝাপটায় ডানা
তার কাছে এনে দিই আকাশের সহজ ঠিকানা :
বকের পাখার মতো নদী
নেচে নেচে চলে যায়
টুপ টাপ ঝরে পড়ে ফুল আর ফুলের সুরভি
উঁচু নিচু ডাল থেকে :
এইখানে—এইখানে মৃত্যু হতো যদি !

একটি অনুভব

শুধু চোখ—চোখের ইশারা
শুধু হাত—হাতের সৌরভ :
আর আমি করি অনুভব
ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তারা

অবাক কথার ঢেউ
শুধু ঢেউ—কথা কিছু নয় :
আশ্চর্য চুলের গুচ্ছ খুলে দেয়
সান্ধ্য সময়।

রাতের লিরিক

(কবি ইকবালের 'এক শাম' কবিতাটি মনে রেখে)

গাছেরা দাঁড়িয়ে থাকে
মলিন চাঁদের নীরবতায়।
ডালে ডালে নেই উপত্যকার গান।
সবুজ ছড়িয়ে আছে পাহাড়ে।
নিস্পন্দ প্রকৃতি। মাথা রেখে
ঘুমিয়ে পড়েছে রাতের বুকে।
আর সেই নীরবতা থেকে
জাগছে কী এক মোহন মন্ত্র, আশ্চর্য!
ধীরে তারার কাফেলা এগিয়ে চলেছে
চলায় চলায় হয়তো বাজছে ঘণ্টা
কিন্তু শোনা যায় না।
নীরব পাহাড়, নীরব নদী, নীরব তরুবীথি
পর্যবসিত বিশ্ব হারিয়ে যাচ্ছে ধ্যানের গভীরে।
আমার হৃদয়, তুমিও নীরব হও, তোমার
বেদনা-বধূরে তুলে নাও বুকে, ঘুমাও!